শ্রাবণ ও ঈশ্বর

— মোয়াজ্জেম আহমদ

(১)

ভুলিনি তোমারে পারনি করিনাও
আবেশের এই সারাংটুক ;
হঠাৎ যদি আর না পাই ওগো
চুমতে তোমার রঙীন মুখ— ।

একটু বাঁশেই শুনতে পাবে
ময়ূরপুলের কণ্ঠ-সুর— ;
দিনের আলো পেরিয়ে এসে
তোমার কচি মুখের পর— ।

(২)

মুখেরা সব ঘুমিয়ে রোলো
অন্ধকারে ঘরের মাঝে— ;
চন্দ্রিমার এই মায়ার খেলা
চলবে কেন, বিশ্বের কাছে ।

তোমার মুখে জ্যোৎস্না রাতে
দিতে যদি একটি চুম ;
চিরদিন তোরে ভোলাতে পারি—
পেতো ওদের মরণ-ঘুম !

(৩)

ভাবছে ওরা মজনু বেটা
মদের নেশায় মাতাল ঘোর;
প্রেমের নেশাতে বুঝবে তারা
নয়কো যারা শারাবখোর।
জিন্দেগী-যে ফুরিয়ে এলো
অধর এক চুমুক লাল শারাব;
মরুর বুকের তৃষ্ণার জ্বালায়
দেখছে ওরা মিছে খোয়াব।

(৪)

বুদ্ধি বিচার লোপ পেয়েছে—
ও সব বালাই নেইকো মোর;
আজকে রাতে প্রিয়ার সাথে—
ভেঙো না মোর সুখের ঘোর।
ভোরের বেলায় বন্ধুরা সব
নিতে যখন আসবে মোরে;
লাল শারাবের পেয়ালাটি—
রেখো দিয়ো গোরের পরে।

(৫)

আবার কেন রাত্রি দুপুরে –
কোরছো এত ডাকাডাকি ;
একটু খানি ঘুমিয়ে গেনু
তবু তোমার নেইকো মাফী – ।
কাল যে আবার নতুন ভোরে –
গোড়তে হবে তাঁবুর ঘর – ;
ক্লান্ত পথিক কোরছে আরাম
পান্থশালার পথের পর – ।

(৬)

জীবন কালে মিললো না যে
মরণ কালে তারই আশা ;
চিত্ত আমার রিক্ত হোলো
এমনি কোরেই সর্বনাশা ।
জীবন ব্যাপী করেনু যত –
সবই মিছে বিষম ফাঁকি ;
প্রাণের খাতায় সবই গেলো
রইলো না আর কিছুই বাকী – ।

(৭)

জীবন ভ'রে কাহার তরে-
রইনু জেগে রাত্রিদিন ;
একটী নজর দেখার আশে-
হোলো আমার দেহ-ক্ষীণ।
কেমন তর সুন্দরী-সে
দেখতে যদি পেতাম আমি ;
মরণ-আমার সুখের হোতো
বারেক তাহার রূপ চুমি।

(৮)

মরণ=বেলায় শেষ মিনতি
মনে কোরে রেখো সখী- ;
যদি কাহারো শত্রু জাগে
মরণটারে দিতে ফাঁকি।
পাপ পুণ্যি আসল জিনিষ
মরলে দিলে কোরবে ভুল ;
আরব-বাগের উটের মতো
ইন্দ- বাগিচায় ফুটবে ফুল।

(৯)

রাত দুপুরে স্বপ্ন দেখি
ভাসছি যেন সাগর-বুকে ;
ছোট্ট একখানি তরী আমার
সাথে ঘুমায় স্নিগ্ধ সুখে ।
পাশেতেই ছিল সুন্দর রাত
মনে ছিল ফুর্তি ঢের ;
হঠাৎ একটা ঝাপটা এসে
ভাঙিয়ে গেলো, ঘুমের ঘোর ।

(১০)

দেখনু সে এক যাদুর দেশ
যাদুকর-এক দেখাচ্ছে খেলা ;
ফুৎকারে তার কাননেতে বসিলো
বিশ্ব-ব্যাপী পুতুল-মেলা ।
পুতুলগুলি নাচছে কেমন
রঙ্ বেরঙে, মজার অতি ;
কেউবা হাসে, কেউবা কাঁদে,
কেউবা করে লাফালাফি ।

(১১)

মরম পুরীর মাঝে কোথায়
স্বপন পুরীর একটী কুটীর—;
খররবী-তেজে গেলো নাকো
এমনতর রহস্যটীর—।
চাঁদের আলোর পর্দ্দা তলে
তার মাঝে-পূরে মাধুরীর—;
যার গলিতে আনাগোনা
আমার মত কারবীর—।

(১২)

তোমায় যদি না পাই আমি
দুঃখ কভু ভেববো না;
তোমার তরে মরণ শুধু,
এইটুকু মোর সান্ত্বনা।
পার যদি দুয়ার ভেঙ্গে
দিও শুধু এক চুমুতে;
না হয় শূন্য খেয়ালটীরে
যদিবা পাই সন্তুষ্টে।

(২৩)

ওগো সাকী ওইযে তোমার-
গোলাব-রঙের সুগোল মুখ-;
কেমন কোরে ভুলবো আমি
পাইনি যা পেলাম স্বর্গ-সুখ-।
ওই যে তোমার আঁখির পাতায়
ঝিমিয়ে আসা ভুরু-দুয়;
ওই যে তোমার কোমল তনু
গোলাপ-পাপড়ি হেরে যায়।

(২৪)

দিন-বদলের গোধূলিতে
হাসি তোমার মিলিয়ে যায়;
আমার বুকের আঙিনাতে
কেউবা আসে নূপুর পায়।
নদীর ধারে-বনের পাতায়-
তারই ছবি রইছে আঁকা;
তবু তোমার-পাইনা দেখা
রেখেছো বড়-আড়াল বাঁধা।

(১৫)

পোড়ছে মনে বোলেছিলে
আমারে তুমি অমায়কালে ;
ভুলবে তুমি সেই কথাটি —
দু'দিনের এই মায়াজালে।
জানতাম যদি এমনি কোরে —
ভুলবে তুমি হায় কপাল ;
কস্তুরীটিরে লাগিয়ে দিতাম
বন্দী কোরে অসীম কালে।

(১৬)

মজনু মিয়ার লায়লী নামটি
কবর মাঝে রইলো হায় ;
আমার প্রিয়ার মুখটি রঙীন
মিশে রইলো পায়ের ধুলায়।
সেই ধুলোতে পোড়লো যখন
আমার চোখের একটি পানি ;
গোলাপ হোয়ে উঠলো ফুটে —
অধর-রাঙের রাঙা জমিন।

(১৭)

ইমামদেরকে শুনেছিনু
যখন আমি জ্ঞানে কচি ;
বয়েস এখন পেরিয়েই গেছে
ওসব যেন মিছেমিছি ।

আঙুর-খুনের এমনি মজা
মোটেই নই ছাড়তে রাজী ;
যারই জোরে ডুবার ওপর
খুশীর রাজ্য ~~[illegible]~~ আমি গড়েছি আজি ।

(১৮)

উপদেশের বুলি তোমার ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ তুলে রাখো, ~~[illegible]~~ ভাঁড়ারে প্রাজ্ঞ হে ভাই,
কলেজে এসো সকাল বেলা
চেয়ারের যখন কাটবে মায়া ।
যখন আমি নেশায় কাতর
তখন ওটার ফায়দা নেবো ;
তুমিই নিজে জেনেছো যে ভুল
রাত্তিরকে দেখছো দিবা ।

(১৯)

মোল্লা ভায়া একটুখানি
পেতে যদি চুমুর মউ;
দশা তোমার দেখতে পেতাম
কেমন উঠতো হাসির ঢেউ।

আজকে রাতের বিয়ের-সুখের
পেতে যদি একটু রেশ;
কেমন তুমি পোড়তে নামাজ-
থামতো কেমন হেরফের বেশ!

(২০)

পথের উপর দেখনু সেদিন
ইটের পাঁজর গুঁড়িয়ে শেষ;
শুনতে পেনু গলার আওয়াজ
লেইকো তাতে দুঃখের লেশ।

রক্ত-রাঙা ইটের বুকে
পিয়ার ছবি উঠলো ভেসে;
ইরান-দেশের রাজকুমারী-
মিললে আবার তোমাকে দেশে।

(২১)

ওইযে তোমার- মুচকী-হাসি
টেনে নেওয়া শাড়ীর খোল- ;
ওতেই আমি মগ্ন হলেম
ঘুরে-বেড়াই পাগল মন — ।
আর তো আমি সইতে নারি-
চিত্ত ভরি-এইযে-প্রণয়-;
তার চাইতে থাকুক মনে
দিয়ে তোমার স্বপন-জাল্‌- ।

---

(২২)

হিসেব করে জীবনটা যে
মিলেই না এর সার্থকতা ;
এই কথাটাই বুঝতে নারি ;
কাটে না মোর ব্যাকুলতা।
ফেলে আসা, ফেলেই যাওয়া
ফেলেই না ফের ফাঁকার হাসা ;
যেমন খোঁজেই বসে নিলেম,
নাকানিও জলে ভেসে আসা।

---

(২৩)

মেঘলাদিনের ভুবনজোড়া নাচে
মিশেছে তোমার অহমিকা ;
বংশ-ধারার বেড়ায় তোমার -
আমার চোখ- সবই ফাঁকা ।
সবাই যখন স্নান নিলাম
একটি বিন্দু শুক্র-কলে ;
সবাই আবার যায় ডুবে
পাতালপুরীর- অতল তলে ।

---

(২৪)

ঝিমধরা ঘড়ির বন্দী-ঘোর -
ভুলালে যেন আমার পায় ;
দুনিয়াদারীর নিয়ম দেখে -
ছোট- যদি ঘড়িও হয় ।
সেদিনের নিয়ে আপনার মাতাল
নতুন খেলার নিতাম ঘোরে ;
সংসারের ঐ মত্ত-লীলা
বইতে না আর- চরণ-বেড়ে ।

(২২)

মধুরিত এই নিকুঞ্জ মাঝে
কি—
হারায় বঁধুর হেলায় হার—;
এর মাঝেও মিললো না হায় —
তোমার কোন খোঁজ-খবর—।
এখনো আমারই ঘরের মাঝ—
ব্যথায় ভরে মোর অন্তর;
আমায় যে তুমি দেখালে হাত
দেখছি শুধু সেই স্বপন—।

(২৩)

আমি তোমার সেতু ফিরিব—
অনিমেষ বঁধুর তোমার তীরে—;
তুমিও যে এসে গেলে না
আর যে আমি পাথর তীরে—।
দেখালে তরি তোমার আশা
শুধু তোমার বিরহ দাহ—;
প্রথম হবে যে হয়নি কিছুই
শূন্য হাতেই ফিরেছি ঘরে—।

(২৭)

ওগো ক্ষ্যাপা-যে ফেললে ভেঙে
মূর্তিগুলি সব একে একে;
তুমিই দিছ-ভুলের মোহে-
মোদের ভাবের পথটী বেঁধে।
পীড়িত হয়ে ভেবে ছিনু,
চিত্ত হারানো মানবী-যে;
আবার নিয়ে আসি মোর
তারেই আবার-ভাইতে সেধে।

(২৮)

তোমার তারা দেখি যখন
মনে পড়ে স্বপ্নের কথা;
তার-কোমল ~~[illegible]~~ সজল টিপটী-
এমনি যেন উজল তারা।
সুরমা আঁকা-ভুরুর মাঝে-
স্বর্ণ-সজল টিপটী-তারা;
একটী-তারার পাশে যেন
দুই দিকে দুই-জুলফি কারো।

(২৯)

সুখের-কথা- এই মুহূর্তে —
ঘুরছে দূরে- দিগন্তরে ;
দুখিন রজনী- এখন থেমেছে —
নেইকো তাহার চিহ্ন টুকুও।
দুখের মাঝের কাঁকর-গুলি —
হা-হুতাশে ভরছে বেশ ;
শীর্ণ- দেহ- জীর্ণ- খেলা —
আরও কিছু- আশা বেশ।

(৩০)

তিমির রাত- বারবনিতার
বুকে- বসি কাটের বেলা ;
দেখনু তার- দুখের মত -
মিললো না তার বয়েস বেলা।
খুঁজতে গেনু দুঃখ কোথায় —
নেইকো কোথাও একটি আঁচ ;
তোর ঘিরেতেই পাষাণ-রেখা
অনিমেষের সিসেম ফাঁদ।

(৩১)

হায় মুকুলিত-মাধবীর মাঝে-
মিছেই যেন কাঁদিল বাসনা;
ভরসাতে তুই ফেলিলি মাটি-
এমনি মধুর-জীবন যাতনা /
তোমারে হবে হবেই তোমায়-
অজানাও যেন যাচিছুম প্রাণে;
এমনি দূরেই সরাইয়ানা
মিলালে তুমি সাথীর সনে /

(৩২)

এরই মাঝে-তোমার চোখ-
নামলো যদি-ঘুম-পাথার-;
জীবন ভরে-খুঁজনু যত-
তোমার-তরে স্বপন-দুয়ার-/
অন্ধকারেই ঘরের-মাঝ-
রইনু জেগে সারারাতি-;
দেখনু শুধু-শূন্য শয্যা
জ্বলে গেলো যখন ভোরের বাতি /

(৩৩)

তুমিই যদি মিললে না মোর —
দুঃখিনীর এই জীবন-মাঝে —;
মিছেই আমার তবে আসা
জীবনটা মোর মিছেই কাজে — ।
আমি যদি জানতেম আগে
এমনিতর ফাঁকিতেই যাবে ;
তুমি দিবে আর পারতে আমায় —
মেওয়ার লোভে ভুলিবে নিতে ।

(৩৪)

প্রেমের প্রীতি ছিলাম যেদিন
রক্ত-গোলাপ কুঁড়ির মত —;
দুঃখ দিলে গেল দেহটি মোর —
হায়! আমার হৃদয় ক্ষত ।
তাহার প্রেমের - সবাই দেখ
ছোট দিল আকাশই মোর ;
শেষ দিনেতেই এইনাম হলো
জীবন - অসীম সাগর ঘোর ।

(৩৫)

কাজী-সাহেব কবুলী-পত্রে —
কোরেছে তুমি বিয়ের আকদ —;
মরণ-পারে তোমার বিচার —
হোবে যে তা খোদ সে কাজী — ।

“কায়েস” যদি লায়লীর নাম
কোরেছিল জান কোরবাণ —;
“মোবারেক” নাম নিলে তবু —
এমনি নবীর নামে “কোরআন” ।

(৩৬)

“এব্রাহিম” ও দিয়েছিল
খোদার নামে পুত্রে ~~বলি~~ তুলি;
তুমি শুধু মানের দায়েই
দিয়ে দিলে খোদায় বলি ।
নিজের হাতে নিভিয়ে দিলে
যেথায় ছিল খোদার ঘর —
মানের খুনে মারলে তুমি —
খোদার বুকে হরষ-শর — ।

(৩৭)

এমন ভরো প্রাণের বোঝা
সইতে যদি পারো তুমি;
পারবে নাকি মরুভূমি দিয়ে ভরে-
আনতে তোমার স্বর্ণ-ভূমি।
আবার দিয়ে অসীম যদি
থাকতুম জেগে দিবারাতি-;
স্মৃতি- জাগে হৃদয় মাঝে
নিভতো না আর দীনের বাতি।

---

(৩৮)

তোমার মিলের মাঝেই পেয়েছি
তোমার- জীবের-একটী-ধারা;
মুক্তি-সেতু বিলিয়ে পেয়েছি-
কেমন করে তোমার পায়।
পুকুরে যেন খেলার তরে
নেইকো এখন খেলার ভয়;
প্রাণের স্রোত- বইছে- পুরা
বইছে- শুধু অসার- ভয়।

(৩৯)

হায়, সোরাহী- পেয়ালি- তোমার -
মধুর ধারা- এত সাদর ;
মধুর মধুর রাখিলে সুরে -
ঢেউ ওঠে তোমার বেদন সাগর ।
সাকীর নিয়ে দেবার তুমি
ঝুলছে গলায় "যৌবন-দায়" ;
যৌবন- সাকী- সবই আছে -
তোমার সাথে- সবই চায় ।

—

(৪০)

সিন্ধু-কণ্ঠা বাঁধলো দেহে -
মরণ-পাড়ের- জীবন- তীর - ;
তোর আবাসে যেমন তুলে
মারবে মারে, ডাকবে ঘরে - ।
উত্তরে- সিক্ত ফেলে (দিলে)
জুটলো এসে মতিন্দ্র ~~[illegible]~~ ফুল ;
আমার নাম হুতী-কীতি -
মনী নীলের ভিতর ফুল ।

(৪১)

অসীমত্ব- সাথে তোমারই মিলে
ফোটাইলে ভরিলে জীবন ফুল ;
সাগর- বেলায় মত্ত আমি
সেইখানে আমার কূল খোয়াল ।
পথের ধুলোর - মতই আমি
মিশিয়া আছি - পথের বুকে ;
জীবনটাও খেলার মত -
মরণ- মাঝে- হারাবো সুখে ।

(৪২)

তিমিরের- আকাশ ভোরই হবে -
হবে যেমন মধুর আলো ;
দুঃখ রাতে ঘুম আসে না
তিমিরের- তুমি আমার আলো ।
তুমি বিনা সব শূন্য নিরালোক
মেটে নাকো বিশ্বাস ঘোর - ;
তোমার ওই আহ্বান শুনে
কাটে আমার বেলার ভোর - ।

(৪৩)

মোল্লা তোর মত হেঁয়ালি
উপদেশের তীক্ষ্ণ বাণ ;
সইতে তুমি পারবে নাকো
প্রেমিকজনের অভিমান ।
মদের নেশা যদি ভোলে
ঔষধের দেবার স্মৃতিমালা ;
মিছেই তোমার তোদের আশা
মেটে না যে উপদেশের ফলে ।

(৪৪)

সইতে তুমি পারবে নাকো
অপমানের পাত্রী হবে ;
তবে কেন দিলে আমায়
যন্ত্রণাময় মরণ-বাণ !
সেদিন হবে নিমন্ত্রিত
সইতে হবে অপমানটি- ;
অভিমানে হলে কি হবে
আমরা হব মদ-সাথী- ।

---

(৪৫)

দূর অতীত মিলনের ক্ষণ
বিচ্ছেদরাত্রিশেষের ওই অবসানে ;
তোর কি তবে মনে পড়িবে
ধরণীর এই প্রান্তসীমায় ।
যৌবন যখন শুকাবে হায়
সোনার কান্তি যেথা ম্লান ;
তখন কি আর মিলনের স্মরণ
যৌবনে এই সাথে প্রাণ— ।

(৪৬)

রূপের খেলায় হেলায় কাটালে
তুচ্ছ হেলায় যৌবন তব— ;
এখনি পরে অন্ধ-নদী—
রেখেই গেল বুকের ক্ষত— ।
এর চেয়ে জীবন-অবসান
আর কি আছে শেষের গান ;
ধরার চত- সুন্দরীর
আমার তরে হেলার মান ।

(৪৭)

ঘরের বাহির হইনু যখন
তোমার চোখের ইশারায় —;
ভেবেছনু — আমি ছিলনা
ভুলে ছিনু আমি আমায়।
মরীচিকার পিছে পিছে
তুমি হরণ করিয়া আমায়;
দুষ্ট হাসি হাসলে তখন
মরুভূমির মাঝে ঘুরিয়ায়।

(৪৮)

প্রেমাস্পদে দিলে যাহা
মালিকের সংস্কার তরে —;
স্বয়ং তোমারই দীনের মত —
আসছ আসছ — হর, দিনের।
তোমা বিলাসী — খুব আমার —
আবারই তুমি হও ভিখারির;
এত বিলাসীর ভবই আজ —
দেখাও শুধু এই ন্যায়মতের।

(৪৯)

ভেস্তের আশা নেইকো আমার —
নরক সেও ত স্বপ্ন মোহ;
আবার নেশায় দুঃখ শুধু —
মিলবে যদি উত্তর হয়।
কোরাণ - হাদীস - সব ছেড়েছি —
আমার শুধুই সরাব চাই;
নামাজ - রোজায় অবসাদ মোর —
"হুরের" আশা মোটেই নাই।

(৫০)

মোল্লা ভায়া বেজায় চটে
বোললে, নাকি কাফের আমি!
এমনি তোমার বিচার ভাই —
হায় তুমি অন্তর্যামী —।
কাফের - তবুও সোজা কথা
আসলে যার নেইকো রঙ্গ;
তাহাই দিলে অন্তর্যামী
মিলবে তোমায় স্বর্গ তবু?

(৫১)

হায় সোনালী-ভুলেই গেলে
অতীতের সেরকম-বাণী-;
আসবে ইমান ইচ্ছার পরে-;
মৃত্যুর পরে এইতো বাণী।
সেসব কথা ভেবেই গেলে
আবুর তোমার সানাশীল;
যেমন তোমার হাত আমার-
সুন্নী-শিয়ার মেলামিল।

(৫২)

ক্ষমতার-পিতার কাছে-
বইয়ে অসীম সবটেই ঋণী-;
পিতার বড়ই প্রীতি ছিল
দীপ্তিতে তেমন জ্ঞানী।
মাতাই তাঁর চন্দ্র ছোঁয়ে
দেখিয়েছিল ভালবাসার;
তাই তাদের কথা নিলেম
মানবুলীর এই জ্ঞান।

(৫৩)

বিদায় বেলার কোলে নে আমায়
কুঙ্কুম ভাতি মায়ের কোলে— ;
বিষণ্ণ ওষ্ঠে ক্ষেত্রের দীনতা
সংযমী দিনের- সঞ্জীবনী— ।
তারার আলো নেইকো সেথায়
অন্ধকারের হাতছানি— ;
বিদ্যুতের লাল নীলের মেলা
রূপসী নিশীথে হাতছানি— ।

(৫৪)

এই যদি তোর ছিল মন—
ঢাকলি তুই সোহাগজাল ;
মিলন না তোর বিরহের ব্যথা
নিষ্ঠুর মন সংসারজাল !
সেখানে যদি ছিল আমার
অসুস্থ সব ধোঁয়ার ঘরে ;
মিছেই কেন দেখালি স্বর্গ
কাননের সেই সবুজ নীড় ?